# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঘোষিত কার্ফু

## □ পুলিশ বিডিআর-এর কড়া প্রহরা □ রোকেয়া হলকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা □ দিনভর সমাবেশ-অবস্থান ধর্মঘট □ শিক্ষকদের মৌন মিছিল

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোববার ছিল অঘোষিত কার্ফু। পুলিশ-বিডিআর-এর কড়া প্রহরার মধ্যে প্রতিকূল আবহাওয়া, ক্ষুধা অপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রীরা সারাদিন রোকেয়া হলের সামনে অবস্থান নিয়ে এ এলাকাকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করে। এখান থেকে এক সমাবেশে শিক্ষার্থীরা অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিতে ভিসি-প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করেন। আজ একই স্থানে সকাল ১০টায় ছাত্র মহাসমাবেশ কর্মসূচি পালন করা হবে। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ক্যাম্পাসে মৌন মিছিলশেষে শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলার জন্য দায়ী সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী গতকাল রোকেয়া হল বাদে সব হলের ছাত্রছাত্রীরা সকাল ৮টার মধ্যে হল ত্যাগ করে। রোকেয়া হলের ছাত্রীরা নিজেদের 'মুক্ত হল' ঘোষণা করে হলের সামনে সমবেত হয়। শিক্ষার্থীরা অবস্থানকালে পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া হয়েছে।

নির্ধারিত সময়ের আগেই ছাত্রছাত্রীরা হল ছাড়তে শুরু করে। এরা একটি লাগেজ-বইখাতা নিয়ে রোকেয়া হলের সামনে সমবেত হতে থাকে। সকাল সাড়ে ৬টায় মৈত্রী ও ফজিলাতুন্নেসা হলের ৩ শতাধিক ছাত্রী বিক্ষোভ মিছিলসহ ক্যাম্পাস অভিমুখে যাত্রা করে। এসময় নীলক্ষেত মোড় ও ভিসির বাসভবনের সামনে পুলিশ-বিডিআর-এর দু'টি ব্যারিকেড অপসারণ করে তারা রোকেয়া হলের সামনে সমবেত হয়। এদের দেখাদেখি শামসুন্নাহার হলের মেয়েরা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। কর্তৃপক্ষের হল খালি করার নির্ধারিত সময় (সকাল ৮টা) অগ্রাহ্য করে রোকেয়া হলের ছাত্রীরা হলের সামনে সমবেত হয়ে সবাই এক সঙ্গে এ এলাকাকে 'মুক্তাঞ্চল' হিসেবে ঘোষণা করে বিক্ষোভ করতে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশ লাগেজ-বইখাতা ক্যাম্পাসের বাইরে (আত্মীয়-বন্ধুদের বাসায়) রেখে এসে সমাবেশে যোগ দিতে গেলে পুলিশ-বিডিআর তাদের ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়নি। এসময় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদেরও ঢুকতে দেয়া হয়নি।

সকাল ১১টায় ভিসির বাসভবনের সামনে থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি মৌন মিছিল অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ হয়ে রোকেয়া হলের সামনে এলে অবস্থানকারী অবরুদ্ধ শিক্ষার্থীরা করতালি দিয়ে তাদের বরণ করে নেয়। এ সময় অনেক ছাত্রছাত্রী শিক্ষকদের উদ্দেশে বলতে থাকে স্যার ওরা আমাদেরকে আমাদেরই ক্যাম্পাসে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। শিক্ষকরা ছাত্রদের সান্ত্বনা দেন। ২শ' শিক্ষকের মিছিলটি টিএসসি, দোয়েল চত্বর হয়ে শহীদ মিনারে শেষ হয়। এখানে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক

অঘোষিত ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৮

# এমন বিদ্রোহ দেখেনি কেউ

হারুন উর রশীদ ॥ এমন বিদ্রোহ কেউ দেখেনি কখনও। চেতনায় ঘৃণার আগুন জ্বেলে, প্রশাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে বাঁধভাঙা স্রোতের মতো মিলিত হলো ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতি কর্মী। এ যেন আরেক যুদ্ধ, ক্যাম্পাস মুক্তাঞ্চল, রোকেয়া হল মুক্ত হল।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার পরই মধ্যরাতে ফুঁসে ওঠে ক্যাম্পাস। ছাত্রছাত্রীদের সিদ্ধান্ত, না, যাব না, হল ছাড়ব না। এ ক্যাম্পাস আমাদের। চলে যেতে হবে ছাত্রী নির্যাতনকারী ভিসি ও প্রক্টরকে।

রাতের ক্যাম্পাসে পুলিশ বিডিআর এবং আর্মড পুলিশের ভীতিকর টহলে ভয় পেল না ছাত্রছাত্রীরা। মিছিল বের হলো ছাত্র হলগুলো থেকে। রাতের বুক চিরে শ্লোগান মুখরিত ক্যাম্পাস। আর ছাত্রী হলগুলোর জোরে জোরে মিছিল। সারা রাত জেগে থাকে ক্যাম্পাস। সশব্দ শ্লোগানে আর কানে কানে, হল থেকে হলে খবর ছড়িয়ে পড়ে প্রতিরোধের কথা। যে যার নিজ দায়িত্বেই পরিকল্পনা করে।

## অঘোষিত ঃ কার্ফু

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরিফুল্লাহ ভূঁইয়া, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ, অধ্যাপক ফখরুল আলম। সমাবেশে বক্তারা রোববার রাত ১২টার মধ্যে শামসুন্নাহার হলের নিরীহ ছাত্রীদের নামে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান। বক্তারা আহত ছাত্রীদের চিকিৎসা প্রদানেও নতুন তলবি সভা আহ্বানের দাবি করনে। তারা বলেন, কর্তৃপক্ষকে ক্যাম্পাসের পুলিশ-বিডিআর ও স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ প্রত্যাহার করে ক্ষমা চাইতে হবে। সমাবেশে উল্লেখযোগ্য যারা ছিলেন তারা হলেন, অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, ড. হারুন-অর রশিদ, অধ্যাপিকা শওকত আরা, অধ্যাপক মনোয়ার উদ্দিন আহমেদ, ড. গোলাম রহমান, অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। সমাবেশশেষে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের নেতৃত্বে একটি শিক্ষক প্রতিনিধিদল শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের পদধূলিতে পবিত্র কারাগারে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

ছাত্রীছাত্রীদের সমাবেশে শতাধিক শিক্ষক এসে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন। সংহতি প্রকাশকারী শিক্ষকরা হলেন হুমায়ুন আজাদ, ড. আনোয়ার হোসেন, মেহের নিগার, গালিব আহসান, হাফিজুর রহমান কার্জন, আজম সালেহ প্রমুখ। সমাবেশে শিক্ষকগণ বলেন, অন্যায়ের কাছে নির্যাতনের কাছে তোমরা মাথা নত করবে না। কারণ এ শিক্ষা আমরা তোমাদের দেইনি। তারা শিক্ষার্থীদের শুভ কামনা করে বলেন, অন্যায়ের কাছে যেন তোমাদের মাথা নত করতে না হয়। সকাল থেকে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শ্লোগান, বিক্ষোভ, প্রতিবাদী গান, ছড়া, চিত্রকর্ম, পোস্টার দিয়ে সমাবেশকে প্রাণবন্ত করে তোলে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করতে থাকে। সমাবেশের চারপাশ পুলিশ-বিডিআর কর্ডন করে রাখে। দুপুরের দিকে ভিডিও ক্যামেরাম্যানকে সঙ্গে করে এডিসি কোহিনুর সমাবেশের মধ্যে ভিডিও চিত্র ধারণ করতে শুরু করলে ছাত্ররা ভিডিও না করার অনুরোধ জানায়; কিন্তু তারপরও ধারণ চলতে থাকলে ছাত্ররা ক্যামেরাম্যানকে বের করে দিলে এডিসির সিকিউরিটি গার্ড এসে ছাত্রদের গালি দেয়। এক পর্যায়ে ছাত্ররা তাকে ধাওয়া দিয়ে বের করে দেয়। পরে পুলিশ ছাত্রদের ধাওয়া দিয়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ছাত্ররাও পালটা জবাব দেয়। এক পর্যায়ে ডিসি পশ্চিম এডিসি কোহিনুরের সঙ্গে ছাত্রদের তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। পরে শিক্ষকরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

### সংহতি সমাবেশে উপ-উপাচার্য

উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার বিকেলে সমাবেশে শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি রোকেয়া হলের ছাত্রীদের কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে হল খালি করার অনুরোধ জানান। আরও বলার সুযোগ দেয়া হলেও ছাত্ররা তার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে। সারাদিন ধরে ছাত্রছাত্রীরা প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজে, না খেয়ে অবস্থান নিয়ে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক হাফিজুর রহমান কার্জন গতকালের ক্যাম্পাস সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় বলেন, অবরুদ্ধ অবস্থা প্রচলিত আইন ও সংবিধানের পরিপন্থী। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে আমরা অবরুদ্ধ হয়ে আছি। শামসুন্নাহার হলে পুলিশ নির্যাতন করেছে। আজ আমরা খোলা আকাশের নিচে পুলিশ ও বিডিআর দ্বারা অবরুদ্ধ। অবিলম্বে এ অবস্থা প্রত্যাহার করে ক্যাম্পাস শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত করতে হবে। ক্যাম্পাসে পুলিশ-বিডিআর দরকার নেই। কারণ এরা সব সময় সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের স্বার্থ রক্ষা করে।

সমাবেশের আশপাশের দেয়াল ও ব্যানারে 'এ ক্যাম্পাস আমাদের, আমরা ক্যাম্পাস ছাড়ব না', 'আনোয়ার তুই জানোয়ার, ছি ছি তোকে ধিক্কার', 'আমার বোনের নিরাপত্তা কোথায়' প্রভৃতি লেখা শোভা পায়। আজ একই স্থানে সকাল সাড়ে ১০টায় ছাত্র মহাসমাবেশ সফল করতে সকলের সহযোগিতা আহবান করা হয়।